Proposed Synopsis for Ph.D. Degree in Bengali
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

বাংলা কথাসাহিত্যে ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক জনপদ

BANGLA KATHASAHITYE DHALBHUM, MANBHUM, SINGBHUM O CHOTONAGPUR KENDRIK JANAPADA

2025

Researcher
RANJIT KR. SAHIS
M.A Bengali, B.Ed., M.Phil.

Under The Supervision & Guidance Of
DR. BARUN KUMAR MANDAL
M.A, BET, Ph.D.
Assistant Professor,
HOD, Department of Bengali,
P.P.K College, Bundu,
Ranchi University, Ranchi
Email Id: b.k.mandal14@gmail.com

শিরোনাম: বাংলা কথাসাহিত্যে ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক জনপদ

অধ্যায় বিভাজন

প্রথম অধ্যায় : ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে আর্থ-সামাজিক পটভূমি।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

তৃতীয় অধ্যায়: **ধলভূম,** মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে সাংস্কৃতিক পটভূমি।

চতুর্থ অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ।

পঞ্চম অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে শিল্পরীতি।

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

অধ্যায় বিভাজন

প্রথম অধ্যায় : ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে আর্থ-সামাজিক পটভূমি।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

তৃতীয় অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে সাংস্কৃতিক পটভূমি।

চতুর্থ অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ।

পঞ্চম অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে শিল্পরীতি।

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা কথাসাহিত্যে ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক জনপদ

ভূমিকা

ছোটনাগপুর মালভূমি হিমালয়ের থেকেও প্রাচীন একটি ভূখণ্ড। লাল কাঁকুরে পূর্ণ পোড়ামাটি, পাহাড়শ্রেণি যার অঙ্গের ভূষণ। বিচিত্র খনিজ ও অরণ্য সম্পদের ভাণ্ডার এই মালভূমি। এটি বর্তমানে ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা –এই পাঁচটি রাজ্যে বিস্তৃত। তবে মালভূমির বেশিরভাগ অংশ ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত। ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর অত্যন্ত প্রাচীন জনপদ ।

ধলভূম জনপদটি বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। আর মানভূম থেকে উদ্ভূত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানের জেলা পুরুলিয়া। সিংভূম ঝাড়খণ্ডের একটি জেলা যেখানে ধলভূমগড় নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ছোটনাগপুর মালভূমি ঝাড়খণ্ড, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত।

‘জনপদ’ বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সেই ভূখণ্ডের জনসমষ্টি। জনসমষ্টির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থাকে। তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নির্দিষ্ট অঞ্চলের শাসক দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয়। মানুষ জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বসতি গড়ে তোলে। জয় পরাজয়ের মাধ্যমে রচনা করে ইতিহাস। বহু ভাঙ্গা-গড়া, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই যুগ থেকে যুগান্তরে তাদের জীবন এগিয়ে চলে। সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সেই জনপদের জীবনচিত্রের কাহিনি।

মধ্যযুগের সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় কয়েকটি জনপদগুলির নাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে ঝাড়খণ্ড বা ‘ঝারিখণ্ডের’ উল্লেখ রয়েছে।

“অরণ্য পর্বতাবৃতং দেশং ঝারিখণ্ড খ্যাতং।
রাঢ়গঙ্গারাঢ়শ্চ অর্টবীকরাজ্যং প্রণামিতং।।
নির্বাণে পার্শ্বনাথশ্চ বর্ধমানস্ তীর্থঙ্করৌ।
বুদ্ধস্য শ্রীচৈতন্য পদরেণুভি পবিত্রম্।।”

অরণ্য এবং পর্বতের দ্বারা আবৃত যে দেশ সেটিই ঝাড়খণ্ড নামে খ্যাত। এটি অটবীরাজ্য, গঙ্গারাঢ়, রাঢ়ভূমি নামেও পরিচিত ছিল। নির্বাণ লাভের জন্য মহাবীর এবং বুদ্ধদেব এই দেশে এসেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব পুরী থেকে মথুরা যাবার পথে ঝাড়খণ্ডের পথ ধরে যাত্রা করছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোপীজন বল্লভদাস রচিত ‘রসিকমঙ্গল’ গ্রন্থে প্রথম মানভূমের অন্তর্গত শিখরভূম নাম পাওয়া যায়। মানভূম, সিংভূম (ধলভূমসহ), বরাহভূম, সামন্তভূম, মল্লভূম, শিখরভূম এবং আরো কয়েকটি ভূমিরাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। গোপীজন বল্লভ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক। রাজসভায় ভাগবত পাঠ করার জন্য রসিকানন্দ ধলভূমের রাজধানী ঘাটশিলায় যখন অবস্থান করছিলেন সেইসময় শ্যামানন্দ তাঁর সন্ধানে ঘাটশিলায় আসেন এবং রসিকানন্দকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। ঘাটশিলার রাজার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রসিকানন্দ ধলভূম ত্যাগ করেন - ‘ধলরাজ্যে জল আর না কৈল গ্রহণ।’
গুরুর আদেশে রসিকানন্দ ধর্ম প্রচারের জন্য বনভূমিতে প্রবেশ করেন যেটি ‘ছোটনাগপুর’ নামে চিহ্নিত। ছোটনাগপুরের বনভূমিতে রসিকানন্দ তাঁর ধর্ম প্রচারের কাজে বাধা প্রাপ্ত হন।
শিখরভূম বা শেখরভূমের রাজধানী তখন পঞ্চকোট। রসিকানন্দ শিখরভূম নামে ভূমি রাজ্যে ধর্মপ্রচার করতে যান। সেখানে রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন।

কাশীপুর রাজার উৎসাহে চৈতন্যদাস লিখেছিলেন চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি। অনেকগুলি মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল। বাতাসা গ্রামের শ্রীরাধারমনদাস –এর ‘মনসামঙ্গল’ (১২৯০) এবং বনকাটি গ্রামের চৈতন্যদাস মণ্ডলের ‘বৃহৎ মনসামঙ্গল’ কাব্য জনপ্রিয় ছিল।

আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যে ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর জনপদগুলি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘সিধু কানুর ডাকে’; বুদ্ধদেব গুহ’র ‘কোয়েলের কাছে’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’, সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’, অনিল ঘড়াইএর ‘ দৌড় বোগরার’ উপন্যাসে, শক্তিপদ রাজগুরুর ‘হাতিবোঙ্গার অরণ্য’, ‘বনে বনান্তরে’, ‘কাঁসাইএর তীরে’; সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পালামৌ’, মানব চক্রবর্তীর ‘ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন’, রমাপদ চৌধুরির ‘অরণ্য আদিম’, ‘স্বজন’, সৈকত রক্ষিতের ‘সিরকাবাদ’, ‘নাচনি’, স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর ‘ ফুরায় শুধু চোখে’ প্রভৃতি উপন্যাসের পটভূমি ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর জনপদ। অভিজিৎ সেন এর ‘রহুচণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসে ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক পটভূমি না থাকলেও খণ্ড খণ্ড করে ছোটনাগপুর জনপদটি বর্ণিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ’ (গল্প) এবং ‘ছল’, ‘পরশুরামের কুঠার’; অনিল ঘড়াইয়ের ‘টিকলি’, রমাপদ চৌধুরীর ‘বনবাতাস’, সৈকত রক্ষিতের- ‘ যশোমণি মুর্মু’, ‘রাঙামাটি’, ‘মাড়াইকল’ প্রভৃতি গল্প গুলি উক্ত জনপদগুলির প্রেক্ষিতে রচিত।

জনপদগুলি মূলত আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বরাবরই আমার ভালো লাগে। ‘বাংলা কথাসাহিত্যে ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক জনপদ’ – বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ সামগ্রিকভাবে হয়নি বললেই চলে। তাই আমি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করতে চাই। গবেষণাটি সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত ও মৌলিক।

গবেষণার উদ্দেশ্য :

১) কথাসাহিত্যে আলোচিত ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক জনপদের সংস্কৃতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা; তারা কতটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারব। সমাজ সমস্যার প্রকৃত রূপ ও সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে পারব। তাদের যে বৈচিত্র্য তা তুলে ধরতে এই গবেষণার কাজে আগ্রহী।
২) জনজাতির অপ্রকাশিত বাস্তবিক নিত্য নতুন খবর ও অতীত ইতিহাস তুলে ধরতে পারব।
৩) যাদের কথা কথাসাহিত্যে রয়েছে তাঁদের সঙ্গেই ওঠাবসা, আত্মিক যোগাযোগ গড়ে ওঠায়- সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করতে।

গবেষণার পদ্ধতি: গৃহীত গবেষণা বিষয় কেন্দ্রিক বিভিন্ন কথাসাহিত্যিকদের মূলগ্রন্থ সংগ্রহ (Text Book) , গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থগুলি, অন্যান্য নথিপত্র এবং পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করতে হবে। তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ করে অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সহযোগিতা গ্রহণ করে তুলনামূলক, বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যা মূলক পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ সুসম্পন্ন করা সম্ভব।

গবেষণার বিষয়: গবেষণার বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। জনপদের পরিচয়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং ভাষা, শিল্পরীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে আর্থ-সামাজিক পটভূমি।

সাহিত্যিকদের লেখনীর মাধ্যমে ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক চিত্র ফুটে ওঠে ।

এই অধ্যায়ে ধলভূম, মানভূম, সিংভূম এবং ছোটনাগপুর জনপদের আর্থ-সামাজিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মানুষদের জীবনযাত্রা, জীবিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আর্থিক সমস্যা, শিক্ষা, পেশা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিভিন্ন সাহিত্যিকদের কথা সাহিত্যে উঠে এসেছে। রুক্ষ কাঁকুরের মৃত্তিকাস্পর্শী অসহায় জীবনের কঠিন সংগ্রামের ছবি কথাশিল্পীরা এঁকেছেন।

অনিল ঘড়াই-এর ‘দৌড় বোগাড়ার উপাখ্যান’ উপন্যাসে কোলহান অঞ্চলের হো জনজাতির জীবন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। রমাপদ চৌধুরীর’ অরণ্য আদিম’ উপন্যাসে মুণ্ডা জনজাতির বাড়িগুলি শালকাঠি, কাদা আর পাতা দিয়ে তৈরি; কুমারী মেয়েরা পাতা কুড়ায়, গৃহপালিত পশু-পাখি দেখাশুনা করে।

সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’ উপন্যাসে মধুকুপি গ্রামের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অর্থাৎ জমিদার, কর্মচারী, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকটি চিত্রিত হয়েছে। মধুকুপি গ্রাম জনমজুরের গ্রাম। সবাই মনিষ খাটে, পরের জমিতে মাটি কাটে, জমি চষে, পরের পালকিতে বেহারা খাটে, ঘরের চাল ছাওয়ায়।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘ সিধু কানুর ডাকে’ উপন্যাসে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন মুণ্ডা ও সাঁওতালদের জীবন সংগ্রামের ছবি। উচ্চশ্রেণীর দিকুদের মতো তারাও ভাত খেতে চায়। মুণ্ডাদের জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন। কিন্তু তাদের কপালে জোটে চীনা ঘাসের দানা থেকে তৈরি ‘ঘাটো’। তারা শোষিত হয় দিকু, মহাজনদের কাছে।

এছাড়া অনিল ঘড়াই-এর ‘দরবারী’, রমাপদ চৌধুরীর ‘রেবেকা সোরেনের কবর’ প্রভৃতি গল্পে; প্রফুল্ল রায়ের ‘রামচরিত্র’, ‘আকাশের নীচে মানুষ’; শ্রী কালীপদ ঘটকের ‘অরণ্য কুহেলী’, যুধিষ্ঠীর মাজির ‘বাঘমুণ্ডির রাধা’ এবং ‘রাজনর্তকী’ উপন্যাসে এবং সৈকত রক্ষিতের বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্পে উক্ত জনপদের সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকটিতে আলোকপাত করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয় হয়ে ওঠে রাজনীতি বা বিপ্লবের ঘটনা। আর সেই বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচিত হয়।

ছোটনাগপুর, সিংভূম, চক্রধরপুর, পালামৌ এর অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ ঘটেছিল সেই সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর 'সিধু কানুর ডাকে' ,'অরণ্যের অধিকার', 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' প্রভৃতি উপন্যাস। এইসব উপন্যাসে রাজনৈতিক পটভূমি উঠে এসেছে।

আরণ্যক সন্তান বীরসা মুণ্ডা। দিকু, জমিদার-মহাজনদের হাত থেকে অরণ্যমাতাকে রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেছিল তারই জীবন্ত দলিল 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস।

'ক্ষুধা' উপন্যাসটিতে পালামৌয়ের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক মদতে উচ্চবর্ণের দ্বারা আদিবাসীদের শোষণ-পীড়নের ছবি তুলে ধরেছেন।

সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পটিতেও ওঁরাও স্টিফান হোরোর জীবন সংগ্রামের ছবি দেখা যায়। এছাড়াও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি', অনিল ঘড়াই, ভগীরথ মিশ্র, সৈকত রক্ষিতের উপন্যাস ও ছোটগল্পে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরা হয়েছে।

অশিক্ষা, দারিদ্র্য কুসংস্কারময় গ্রাম্যজীবনের নিচুতলা থেকে উঠে আসা সহজ, সরল মানুষগুলি চিরকাল বঞ্চিত, শোষিত ও অত্যাচারিত হয়ে এসেছে তা বিভিন্ন সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনায় তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব গুহর 'গামহারডুংরিতে' পঞ্চায়েত ব্যবস্থার শোষণ পীড়নের চিত্র ধরা পড়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে সাংস্কৃতিক পটভূমি

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের আবেগ, অনুভূতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটান। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা-অনুষ্ঠান, নৃত্য-গীত-বাদ্য অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমাবেশে তাঁদের সাহিত্যের সম্ভার সমৃদ্ধ করেছেন।

ধলভূম, মানভূম, সিংভূম এবং ছোটনাগপুর জনপদগুলির সাংস্কৃতিক পটভূমি বেশ সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলগুলিতে আদিবাসী ভূমিজ, সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি জনজাতির বাসভূমি। তাদের আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ সংস্কার, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ছবি তুলে ধরেছেন- মহাশ্বেতা দেবী, সুবোধ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, অনিল ঘড়াই, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত, যুধিষ্ঠীর মাঝি, কালীপদ ঘটক, বুদ্ধদেব গুহ সহ প্রমুখ কথা সাহিত্যিক৷

মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ (১৯৭৭) উপন্যাসে ছোটনাগপুরের মুণ্ডা জনজাতির জীবন বিশ্বাস সংস্কার রীতি উৎসব অনুষ্ঠান সংস্কৃতি ইত্যাদির এক অনিন্দ্য সুন্দর রূপ পেয়েছে৷ বেঠবেগারী- চান্দ্রমাস –সংবাদ প্রেরণ ও পথ নির্দেশ, অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার,তন্ত্রমন্ত্র বিভিন্ন উৎসব(করম, বা-পরব, মাগ) এর চিত্র ফুটে উঠেছে। এরকমই সমধর্মী উপন্যাস হল- ‘চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর’, ‘ব্যাধখণ্ড’।

বুদ্ধদেব গুহ’র ‘কোয়েলের কাছে’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’, সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’, অনিল ঘড়াইএর ‘ দৌড় বোগরার’ উপন্যাসে, শক্তিপদ রাজগুরুর ‘হাতিবোঙ্গার অরণ্য’, ‘বনে বনান্তরে’, ‘কাঁসাইএর তীরে’; সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পালামৌ’, , মানব চক্রবর্তীর ‘ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন’, রমাপদ চৌধুরির ‘অরণ্য আদিম’, ‘স্বজন’, সৈকত রক্ষিতের ‘সিরকাবাদ’, ‘নাচনি’ উপন্যাসে মানভূম সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটিয়েছেন।

উপন্যাসের পাশাপাশি সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ’ (গল্প) এবং ‘ছল’; সুবোধ ঘোষের ‘পরশুরামের কুঠার’, অনিল ঘড়াইয়ের ‘টিকলি’, রমাপদ চৌধুরীর ‘বনবাতাস’, সৈকত রক্ষিতের- ‘ যশোমণি মুর্মু’, ‘রাঙামাটি’, ‘মাড়াইকল’ প্রভৃতি গল্প গুলিতে এই অঞ্চলের সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ।

ভাষা ভাব বিনিময়ের এক অন্যতম মাধ্যম । ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর- সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ক্রোধ- উল্লাস প্রভৃতি ভাবগুলি প্রকাশিত হয়। ধলভূম, মানভূম, সিংভূম এবং ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক জনপদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা বিদ্যমান। উক্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর ভাষার বৈচিত্র্য রয়েছে। কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের কথাসাহিত্যে ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন। ভাষার বৈচিত্র্য তা তুলে ধরতে সচেষ্ট হব। মহাশ্বেতা দেবী, সুবোধ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, রমাপদ চৌধুরী, সৈকত রক্ষিত প্রমুখের কথাসাহিত্যে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাবৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন।

মানভূম অঞ্চলের বাগরীতির চমৎকার প্রয়োগ দেখা যায় সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’ উপন্যাসে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পালামৌ’ উপন্যাসে সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিরীতি ব্যবহার করেছেন।

ক) ঔপন্যাসিক নিজে যখন ঘটনার বা চরিত্রের বিবরণ দিয়েছেন সেখানে মান্য চলিত ব্যবহার করেছেন।

খ) চরিত্রগুলি নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় কথা বলেছে। মুণ্ডারা মুণ্ডারী ভাষায় এবং ইংরেজ সেনা অফিসার, মিশনারীরা মাতৃভাষা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়: ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে শিল্পরীতি:

কথাসাহিত্য আরও বেশি সমৃদ্ধ হয় শিল্পরীতির গুণে। সাহিত্যিকদের লিখনশৈলীর বৈচিত্র্যময়তায় গল্প বা উপন্যাস শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে । শৈলীর প্রয়োগে রচনা ও রচনাকারের স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে কথাসাহিত্যিকরা বৈচিত্র্যময় গঠন কৌশল, আঙ্গিক, নির্মাণরীতি, বয়ান, চিত্ররীতি, নাট্য রীতি, ডকুমেণ্টারি, চরিত্র, সংলাপ ব্যবহার করে পাঠককে মনোগ্রাহী করে তুলেছেন।

সুবোধ ঘোষের’ শতকিয়া’ উপন্যাসে দাশু রায়বাবু সমানে তাঁদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তাঁদের জীবন সংস্কৃতির ছবি ফুটিয়ে তোলে। চরিত্রের ও ঘটনা বিন্যাসের যথেষ্ট দক্ষতা দেখা যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে বিষয় নির্মিত হয়েছে লোকবৃত্তের ইতিহাস, সময়ের ভিতরতন্ত্রীর দলিলীকরণ, লোক ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক জীবন ভাব বিষয়, গঠন কৌশলে প্রামাণিক পদ্ধতি ব্যবহারে বর্ণনা ও সংলাপে দু ধরনের ভাষারীতির সমন্বয় সাধনে উপন্যাসে এক বৈচিত্র্য এসেছে। উপন্যাস গঠনে স্বাতন্ত্র্য এনেছে এতে ব্যবহৃত ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি ও উপসংহার অংশের সংযোজনের মধ্য দিয়ে। রাঁচী, সিংভূম, পালামৌ ইত্যাদি মুণ্ডা প্রধান এলাকায় ভাষারীতি আদ্যান্ত বাংলা ভাষার লেখা উপন্যাসে ব্যবহৃত হবে না- এটাই সত্য।মুণ্ডাদের মুখের ভাষার দু একটি শব্দ বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে যে ভাষা সংলাপ এখানে ব্যবহৃত তা বিশিষ্ট।

এছাড়া বুদ্ধদেব গুহ’র ‘গামহারডুংরী’, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পালামৌ’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’, প্রভৃতি উপন্যাসে শিল্পরীতির বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’, ‘চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ’ অনিল ঘড়াইএর ‘ দৌড় বোগরার’ উপন্যাসে, শক্তিপদ রাজগুরুর ‘হাতিবোঙ্গার অরণ্য’, শ্রী কালীপদ ঘটকের ‘অরণ্য কুহেলী’, জ্যোর্তিময় মণ্ডল ‘ কুমারী নদী’ উপন্যাস সহ সৈকত রক্ষিতের বেশ কিছু উপন্যাসে ও গল্পে শিল্পরীতিকে সচেতনতার সাথে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন । পাঠকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। সৈকত রক্ষিতের ‘আকরিক’ উপন্যাসে আঞ্চলিক সংলাপই প্রধান হয়ে উঠেছে।

অধ্যায় বিভাজন,সংলাপ, ছন্দ অলংকারের সুচারু প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে ও ছোটগল্পে শিল্পরীতির বিশ্লেষণে এক নতুন রচনারীতির সঙ্গম দেখা যায়।

উপসংহার :

উপন্যাস ও ছোটগল্প সাহিত্যের এক শক্তিশালী প্রকরণ। সুবোধ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, রমাপদ চৌধুরী, সৈকত রক্ষিত, রমাপদ চৌধুরী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোর্তিময় মণ্ডল, শক্তিপদ রাজগুরু, যুধিষ্ঠীর মাজী প্রমুখের কথাসাহিত্যে ধলভূম, মানভূম, সিংভূম

ও ছোটনাগপুর কেন্দ্রিক জনপদগুলির প্রেক্ষাপটে সেই অঞ্চলের মানুষদের সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, ভাষা, শৈলীর পরিচয় তুলে ধরেছি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. গুপ্ত ক্ষেত্র, ' বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (ষষ্ঠ খণ্ড), গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬।

২. চক্রবর্তী বারিদবরণ, ' বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩, প্রথম মুদ্রণ জুলাই ১৯৯১।

৩. চক্রবর্তী সুমিতা, ' উপন্যাসের বর্ণমালা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩।

৪. চৌধুরী ভূদেব, ' বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩।

৫. পলমল অরূপ, ' সৈকত রক্ষিত: অনুরাগে অনুভবে', তপতী পাবলিকেশন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ২০২২।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা- ৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯-২০০০|

৭. বন্দ্যোপাধ্যায় রুমা, ' স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান'(১৯৪৭-১৯৭৭), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৫।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪-২০০৫।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, ' বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ , কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১।

১০.বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, ' পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ'(প্রথম খণ্ড) , কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১০।

১১.মাহাতো পশুপতিপতি প্রসাদ, 'জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন', পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

১২.মুখোপাধ্যায় অরুণ, ' মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪।

১৩.মুখোপাধ্যায় অরুণ, 'কালের প্রতিমা ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ ২০১০।

১৪.হোসেন সোহরাব ‘ বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্য জীবন’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

১৫.সেন সুকুমার ‘ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, দশম মুদ্রণ ২০১৯।

পত্র-পত্রিকা :

জলার্ক : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা

বর্তিকা : মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা

অরিত্র : সমীর প্রসাদ, পঞ্চম সংখ্যা, ২০১৭।

যোধন: বাসুদেব মণ্ডল সম্পাদিত ষষ্ঠ সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৫।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি : বিভিন্ন সংখ্যা।